তারিখ ..... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ .....

সংবাদ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের হলগুলোতে করুণ অবস্থা

দ্রুত সুরাহা করুন

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের আবাসিক হলগুলোতে নিম্নমানের খাবার এবং সার্বক্ষণিক চিকিৎসক না থাকায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে হাজারখানেক ছাত্রীকে। ক্যান্টিনে দেয়া খাবার পর্যাপ্ত নয়। আর ক্যাফেতে নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি করা হয়। মানহীন খাবার খেয়ে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রীরা। মানের বিচারে ক্যান্টিন কিছু এগিয়ে থাকলেও খাবার পরিমাণে কম দেয়া হয়। অনেক সময় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে গত সোমবার একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

জানা গেছে, মানহীন খাবার আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে প্রায় সব সময় ১৫-২০ জন ছাত্রী অসুস্থ থাকে। আবাসিক ছাত্রীদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসক না থাকায় হঠাৎ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পাওয়া যায় না। সপ্তাহে ৩ দিন সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টার জন্য একজন ডাক্তার বসেন।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সার্বক্ষণিক একজন চিকিৎসক থাকাটা আবশ্যক।

এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। যে শিক্ষার্থী অসুস্থ হবে, সে পিছিয়ে পড়বে। পাবলিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয় সরকারের পক্ষ থেকে। বরাদ্দ রাখার পরও নিম্নমানের খাবার দেয়া এবং সার্বক্ষণিক চিকিৎসক না থাকাটা দুঃখজনক। প্রশ্ন হচ্ছে, বরাদ্দকৃত অর্থ কোথায় যায়। এ বিষয়টি হল কর্তৃপক্ষ মনিটর করে না। মনিটর না করার ফল ভোগ করতে হচ্ছে ছাত্রীদের। হল কর্তৃপক্ষের কাছে যে এ বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে না সেটা স্পষ্ট।

আমরা চাই, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ছাত্রীদের এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে অতি দ্রুত। হল কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। হলগুলোতে খাবারের মান বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ততপক্ষে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পড়াশোনার কথা বিবেচনা করে এ কাজগুলো করতে হবে। নিয়মিত বিষয়গুলো মনিটরও করতে হবে।